'আর্য' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'সদ্বংশজাত'। কিন্তু শব্দটি কখনও জাতিবাচক, কখনও ভাষাবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পারসিক সম্রাট দরায়ুস নিজেকে আর্যবংশোদ্ভূত বলে দাবি করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীগণ 'আর্য' শব্দটি জাতিবাচক অর্থে ব্যবহার করে উচ্চবর্ণের হিন্দু ও হিন্দু সভ্যতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তৎপর হয়েছেন। একই সময় জ্যোতিরাও ফুলে-র মত ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী নেতা আর্যদের বিদেশী বলে চিহ্নিত করেছেন, যারা ভারতের স্থানীয় মানুষের স্বাধীনতা হরণ করেছে। 'আর্য' শব্দটিকে জাতিবাচক অর্থে ব্যবহার করে আর্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন হিটলার ও তাঁর নাৎসী দল। কিন্তু বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় 'আর্য' শব্দটি কখনই জাতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। তখন শব্দটি আধুনিক 'ভদ্রলোক' অর্থে ব্যবহৃত হত। ভাষাতত্ত্ববিদগণ 'আর্য' বলতে একটি ভাষাগোষ্ঠীকে বোঝান, যার নাম ইন্দো-ইওরোপীয়। সংস্কৃত, ইরাণীয়, গ্রীক, লাতিন, জার্মান, স্লাভ প্রভৃতি ভাষা এর মধ্যে পড়ে। পরর্বতীকালের বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব এগুলি থেকেই। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভাষা ও জাতিকে সমার্থক হিসাবে দেখা হত। বর্তমানে 'আর্য' বলতে কোনো মানবগোষ্ঠীকে না বুঝিয়ে আর্যভাষা-ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ উইলিয়ম জোন্‌স ও জার্মান পণ্ডিত তথা ভারত অনুরাগী ম্যাক্সমুলারও এই অভিমত সমর্থন করেছেন।

২. আর্যদের আদি বাসভূমি

আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। এ বিষয়ে কোনো লেখমালা বা অন্য কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন না থাকায় শুধুমাত্র

বৈদিক সাহিত্য ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপর পণ্ডিতদের নির্ভর করতে হয়েছে। ফলে বিষয়টি আজও অনুসন্ধান, অনুমান ও আলোচনার পর্যায়েই থেকে গেছে।

পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝা, ডি. এস. ত্রিবেদী, এ. সি. দাস, ঐতিহাসিক পারজিটার প্রমুখ ভারতবর্ষকেই আর্যদের আদি বাসভূমি বলে মনে করেন। তাঁদের যুক্তিগুলি এই রকম ঃ প্রথমত, আর্যরা মুলতান, কাশ্মীর অথবা পাঞ্জাবের সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বাস করত কারণ ঋকবেদে সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ আছে। এর অর্থ পাঞ্জাবের পাঁচটি নদীসহ সিন্ধু ও সরস্বতী। ঋকবেদে উল্লেখিত গাছপালা ও পশুপাখি শুধু ভারতেই দেখা যায়। *দ্বিতীয়ত*, দেশত্যাগীগণ সাধারণত দীর্ঘকাল ধরে আদি বাসভূমির দিকে ফিরে তাকায়, স্মৃতি রোমন্থন করে। কিন্তু বৈদিক আর্যরা তা না করায় মনে করা হয় যে তারা বরাবরই সপ্তসিন্ধু অঞ্চলেই বসবাস করত। *তৃতীয়ত*, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হলেও তার কোনো প্রভাব ইওরোপীয় ভাষাগুলির ওপর পড়েনি। ফলে ধরে নিতে হবে যে প্রাক্-বৈদিক ভাষা আর্যদের ভাষা ছিল। দেশত্যাগী আর্যদের সঙ্গে অন্যান্য অনার্যদের সংসর্গের ফলেই অন্যান্য ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। *চতুর্থত*, আর্যদের আদি বাসভূমি ইওরোপ হলে সেখানে ঋকবেদের অনুরূপ সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। এ থেকে এ ধারণা করা সঙ্গত যে ভারতীয় আর্যদের যে অংশ দেশত্যাগ করেছিল সাংস্কৃতিক দিক থেকে তারা ছিল নিম্নমানের। তাদের পক্ষে দ্বিতীয় ঋকবেদ রচনা করা সম্ভব ছিল না। *পঞ্চমত*, ঋকবেদের নদী স্তোত্রে যে নদনদীর নাম আছে তা পূর্ব দিক থেকে প্রথমে গঙ্গা দিয়ে শুরু ও উত্তর-পশ্চিমে সরস্বতীর নাম দিয়ে শেষ। সুতরাং এই নদীস্তোত্র প্রমাণ করে যে পূর্ব-ভারত থেকে আর্যগণ উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা করে। *সবশেষে*, সম্প্রতি কোন কোন পণ্ডিত দাবি করেছেন যে ঋকবেদের সংস্কৃতি সিন্ধু সভ্যতার পূর্ববর্তী এবং ঋকবেদের আর্য সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা ও পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা এক ও অবিচ্ছিন্ন একটি ধারা। এই দাবির মূলে আছে ১৯৪২ খ্রীঃ-এ প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার অরেল স্টাইনের ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লুপ্তধারা সরস্বতী নদীকে ঘিরে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে লণ্ডনের দ্য জিওগ্রাফিকাল জার্নাল পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের ভিত্তিতে ইদানীং অনেকে বলছেন, সরস্বতী শুকিয়ে যেতে শুরু করে খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ৩০০০ অব্দে ও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ২০০০ অব্দ নাগাদ। ঋকবেদে সরস্বতীর বারবার উল্লেখ থেকে মনে করা হয় যে এর রচনাকাল সিন্ধু সভ্যতার পূর্ববর্তী সময়ে (খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ২৭৫০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ১৭৫০ অব্দ)।

ভারত আর্যদের আদি বাসভূমি, এই তত্ত্বের সমর্থনে যে যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করা হয় তার কোন প্রত্নতাত্ত্বিক ভিত্তি নেই। এমনকি আর্যরা বহিরাগত, এ তত্ত্বের সমর্থনেও বিশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। সাহিত্যগত ও ভাষাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যেই ওপরে আলোচিত যুক্তিগুলি খণ্ডন করা যায়। *প্রথমত*, ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সাতটি ভাষার মধ্যে পাঁচটি এখনকার ইওরোপীয় ভাষা। পারসিক ও সংস্কৃত ভাষাই শুধুমাত্র ইওরোপ বহির্ভূত। *দ্বিতীয়ত*, বর্তমানে প্রচলিত ইওরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র লিথুয়ানিয়ান ভাষাই ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার মূল বাগ্‌বৈশিষ্ট্যের নিকটতম থেকে গেছে। লিথুয়ানিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান পূর্ব ও পশ্চিম ইওরোপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। *তৃতীয়ত*, ভারত আদি নিবাস হলে আর্যরা বহির্ভারতে অভিপ্রয়াণের পূর্বে সমগ্র ভারতে আর্য সংস্কৃতি প্রসারের চেষ্টা করত। কিন্তু ভারতের এক বৃহৎ অংশ, সমগ্র দক্ষিণ ভারত, দীর্ঘদিন আর্য পরিমণ্ডলের বাইরে ছিল। *চতুর্থত*, সংস্কৃত ভাষায় তালব্য বর্ণের প্রাধান্য প্রমাণ করে যে তা অন্যান্য ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার সমগোত্রীয় ছিল না। ভারতে বহিরাগত আর্যদের ভাষার ওপর স্থানীয় অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবের ফলেই সংস্কৃত ভাষা এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করে বলে অনেকে মনে করেন। *পঞ্চমত*, সিন্ধু সভ্যতার ভাষা

ছিল সংস্কৃত অথবা আদি সংস্কৃত, এ কথা প্রমাণ করা গেলে ভারতকে আর্যদের আদি বাসভূমি বলে মেনে নিতে কোন বাধা থাকবে না। তাছাড়া সিন্ধুলিপি ছিল চিত্রলিপি। বৈদিক আর্যরা প্রথমে লিখতে জানত না। পরে তারা যে লিপি সৃষ্টি করে তা রৈখিক লিপি। সিন্ধু সভ্যতার সময়সীমার পূর্বে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোথাও আর্য সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়নি। সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষের পূর্বে সরস্বতী নদী শুকিয়ে যেতে থাকলে সরস্বতী তীরবর্তী তথাকথিত আর্য সভ্যতার কোন কেন্দ্র সিন্ধুর তীরে গড়ে উঠল না কেন, তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। বস্তুত সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। তবে সিন্ধু সভ্যতা মূলত দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা, একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলে, আর্যরা বহিরাগত এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ভারত যদি আর্যদের আদি বাসভূমি না হয় তাহলে তা কোথায় ছিল এ প্রশ্নেও মতভেদ আছে। এশিয়া মাইনরে বোঘাজকোই ও মিশরে তেল-এল-আর্মানা নামে দুটি শিলা লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথমটি খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে উৎকীর্ণ। এখানে হিটাইট রাজারা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতার নাম উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় লেখতে দেখা যায় সীরিয় রাজাদের নাম আর্যদের মত। এর ভিত্তিতে মনে করা হয় যে ভারতে আগমনের পূর্বে আর্যরা এই অঞ্চলে বাস করত। ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগুলির অধিকাংশই আজ ইওরোপীয় ভাষা হওয়ায়, লিথুয়ানিয়ান ভাষার বাগ্‌ধারা সংস্কৃতের চেয়ে বেশি ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার ঘনিষ্ঠ হওয়ায় আর্যদের ইওরোপীয় বাসভূমির তত্ত্ব পণ্ডিতমহলে বেশি স্বীকৃতি পায়। এই ভাষার সূত্র ধরেই ঐতিহাসিকগণ বাসস্থান তত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগুলিতে সমুদ্রের উল্লেখ না থাকায় মনে করা হয় যে আর্যরা সমুদ্রতীরে বাস করত না। যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে এই সময় আর্যরা এমন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে যেখানে কৃষি ও চারণযোগ্য জমি ছিল এবং বসবাসের উপযুক্ত নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর পরিবেশ ছিল। এর ভিত্তিতেই পি. গাইল্‌স অধুনা অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও বোহেমিয়া অঞ্চলকেই আর্যদের আদি বাসভূমি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ. এল. ব্যাসাম মনে করেন, খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে পোলান্ড থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ স্তেপ বা তৃণভূমি অঞ্চলে যে আধা যাযাবর বর্বররা বাস করত তারাই ভারতে আগত আর্যদের পূর্বপুরুষ। হার্ট বলেছেন, আর্যরা ইওরোপ থেকে ককেশাস পর্বত পার হয়ে পারস্যে প্রবেশ করে। সেখান থেকে তারা ভারত অভিমুখে যাত্রা করে।

আর্যদের আদি বাসভূমি সংক্রান্ত প্রশ্নে অধিকাংশ পণ্ডিত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ব্র্যান্ডেনস্টাইনের মতকে মেনে নিয়েছেন। ব্র্যান্ডেনস্টাইন মনে করেন, ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের আদি বাসভূমি ছিল বর্তমান রাশিয়ার অন্তর্গত কিরঘিজ স্তেপ বা তৃণভূমি অঞ্চল। সেখান থেকে তাদের একটি দল এশিয়া মাইনর পার হয়ে ইওরোপ, অপর একটি দল ইরাণে চলে যায়। ইরাণে কিছুকাল অবস্থানের পর তাদের এক গোষ্ঠী আফগানিস্তান হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। অপর অংশ ইরাণেই থেকে যায়। সবশেষে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথায় বলতে হয়, ঘটনা হল ভারতকে যাঁরা আর্যদের আদি বাসস্থান বলে দেখাতে ইচ্ছুক, তাঁদের হাতে তর্কাতীত তথ্য নেই; আবার আর্যদের আদি বাসভুমি যারা ভারতের বাইরে প্রমাণ করতে চান, তাঁদের কাছেও অকাট্য সাক্ষ্য নেই। ফলে পণ্ডিত মহলে এ নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত আছে।

আর্যদের অভিপ্রয়াণ (The Spread of the Aryans) ঃ যদি ধরা হয়, আর্যদের আদি বাসভূমি কিরঘিজ তৃণভূমি অঞ্চল, তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে কেন তারা সমষ্টিগতভাবে তাদের আদি বাসভূমি ত্যাগ করে প্রবাসের পথে পা বাড়াল। কোন পথ দিয়েই বা তারা শেষ পর্যন্ত ভারতে এসে হাজির হল। খুব সম্ভবত জনসংখ্যার বৃদ্ধি, জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে জমির শুষ্কতা, পর্যাপ্ত চারণক্ষেত্রের অভাব ইত্যাদি কারণে আর্যরা আদি বাসভূমি ত্যাগ করে। তাদের একদল পশ্চিমে ইওরোপীয় দেশগুলিতে যায়, আর একদল অগ্রসর হয়েছিল পূর্বদিকে। আর্যদের যে শাখা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছিল তারা প্রথমে পারস্যে এবং পরে ভারতে এসে পৌঁছেছিল। আর্যদের এই অভিপ্রয়াণ বহুকাল ধরে চলেছিল। আর্যরা কোন পথে ভারতে প্রবেশ করেছিল সে বিষয়ে মতৈক্য নেই। তবে ধারণা করা হয় যে, আর্যরা দানিয়ুব নদীর তীর ধরে অগ্রসর হয়ে ওয়ালাচিয়ার সমভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করে। সেখান থেকে তারা আরো দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে দারদানেলেস ও বসফোরাস প্রণালী অতিক্রম করে এশিয়া মাইনরে এসে উপস্থিত হয়। তারপর তারা মালভূমির ভিতর দিয়ে অথবা কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ তীর ধরে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর উজানে এসে পৌঁছায়। এই নদী দুটির মধ্যভাগের অঞ্চলে একটি শক্তিশালী রাজ্য থাকায় তারা সেখানে প্রবেশ করেনি। এখান থেকে হয় তারা তাবরিজ-তেহরানের পথ ধরে পারস্যে প্রবেশ করেছিল, না হয়, হেরাত ও ব্যাকট্রিয়ার দিকে আরও এগিয়ে গিয়েছিল। পারস্যের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ জিন্দ্ আবেস্তা ও ঋগ্বেদের মধ্যে ভাষা ও ধর্মের দিক থেকে আশ্চর্য মিল দেখা যায়। এই দুটি গ্রন্থে এমন অনেক পঙ্‌ক্তি আছে যেগুলি প্রায় এক। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র যেমন ঋগ্‌বেদের দেবতা, তেমনি আবেস্তারও। আবেস্তার যিম ঋক্‌বেদের যমরাজ। অগ্নি প্রাচীন পারসিক ও বৈদিক আর্য উভয় সম্প্রদায়েরই উপাস্য দেবতা। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে মনে করেন, বৈদিক আর্যরা ভারতে আসার আগে সুদীর্ঘকাল পারস্যে বাস করেছিল। এখান থেকে আর্যদের একটি শাখা, পারসিক আর্যরা হিন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তরে, ব্যাকট্রিয়া, বালখ্ এবং আফগানিস্তান ধীরে ধীরে অধিকার করেছিল এবং অপর একটি শাখা, ভারতীয় আর্যরা, গিরিপথের মধ্য দিয়ে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে, প্রথমে দক্ষিণ আফগানিস্তানের কাবুল উপত্যকায় এসেছিল এবং আরও পরে সেখান থেকে সিন্ধু নদের উপত্যকায়, একদা উত্তর-পশ্চিম সীমন্ত প্রদেশ ও উত্তর পাঞ্জাবে এসে পৌঁছেছিল।

আর্যদের ভারতে আগমনের পথ